মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

পরমেশের স্ত্রী

তারাপদ রায়

পরমেশের সঙ্গে আপনাদের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। কত জায়গায় কতবার দেখেছেন, হয়তো বা ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে আড্ডাও দিয়েছেন।

আমার লেখাতেও পরমেশের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ হয়েছে আপনাদের। কতবার যে তার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলাম। তবে সব সময় তাকে পরমেশ নামেই উল্লেখ করেছি তা তো নয়। মানহানি বলে একটা ব্যাপার আছে না, তামাশা করতে গিয়ে যদি ফেঁসে যাই তবে সেইসঙ্গে, আইনানুসারে, সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রাকর সবাই জড়িয়ে পড়বেন। ইন্টারনেটেও প্রচারক, বিতরকেরা বেকায়দায় পড়তে পারেন।

কী দরকার, আমার এই সামান্য রচনার জন্যে মাননীয় মহোদয়দের গোলমালে জড়ানোর ; আমিও বা আমার শান্তি নষ্ট করি কেন ?

সুতরাং এবারের পরমেশও যে আসল পরমেশ, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না। এই নামে সত্যি যদি কেউ মামলা করেন, আমার বক্তব্য হবে, এ পরমেশ সে পরমেশ নয়।

অবশ্য এবার আমাদের গল্পের বিষয় পরমেশ নয়, পরমেশের স্ত্রী। তার নাম বলব না, বরং পুরোনো একটা ঘটনা বলছি, তা হলেই তাকে চিনতে পারবেন।

আগে আমাদের ক্লাবে পরমেশ সস্ত্রীক আসত। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত সে আজকাল একাই আসে, তার স্ত্রী তার সঙ্গে আসে না।

অনিবার্য কারণগুলি যথাক্রমে এই রকম:
(এক) বেশি রাতের দিকে পরমেশ অতিরিক্ত মদ্যপান করে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে।
(দুই) ইতিমধ্যে তাদের দুটি সন্তান জন্মেছে।
(তিন) পরমেশের স্ত্রী একটু হিসেবি। ক্লাবের খরচটা, অনেক গৃহিনীর মতোই, সে বাহুল্য বলে মনে করে। তদুপরি সে বেশ বদরাগি।

আমি পরমেশকে সস্ত্রীক ক্লাবে দেখেছিলাম সে প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে।

সেটা ছিল এক নববর্ষের রাত্রি। ইংরেজি নতুন বছর, হ্যাপি নিউ ইয়ার। সেই নিউ

ইয়ারের রাতে একটার পর একটা গেলাস অতি দ্রুতগতিতে খেয়ে ফেলছিল পরমেশ। তার বৌ হাতে এক গেলাস অরেঞ্জ জুস নিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

রাত বারোটায় যখন জাহাজের বাঁশি, পটকার শব্দ, গাড়ির হর্ন, গির্জার ঘন্টাধ্বনি দূর দূর থেকে শীতের বাতাসে ভেসে আসতে লাগল এবং হ্যাপি-নিউ-ইয়ারের সমবেত চিৎকারে নিমজ্জিত হল, তখন আমাদের ক্লাবঘরের কাঠের মেঝেতে এক বর্ষীয়সী, স্থূলাঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে পরমেশের সে কী লম্ফ-ঝম্ফ ! ভদ্রমহিলার স্বামী এবং পরে পরমেশের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে নিবৃত্ত করতে যাচ্ছিল কিন্তু পরমেশ আপত্তি করল, 'বৌদির কোমর ছেড়ে দিলেই আমি মুখ থুবরে পড়ে যাব, তাছাড়া বৌদি তো কোনও আপত্তি করছেন না।' সত্যি সেই শীতের রাতে হাতকাটা গোলাপি কামিজ এবং পাতলা নীল ফুল পাতা ছাপ সালোয়ার পরিহিতা পৃথুলা বৌদি হাসিমুখে পরমেশের আলিঙ্গন মেনে নিয়েছিলেন।

সে যা হোক, ক্লাবঘরের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ায়, চেঁচামেচিতে আমার কেমন মাথা ধরে গিয়েছিল, পাশেই একটা খোলা বারান্দা। ঠান্ডা হাওয়ায় একটু স্বস্তি পেলাম।

বারান্দায় কোনও আলো নেই, আধো অন্ধকার। একদিকে কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার। একপাশে গিয়ে বসলাম। অন্ধকার একটু ধাতস্থ হতে দেখলাম চেয়ারসারির অন্য প্রান্তে এক মহিলা বসে রয়েছেন।

সে ছিল কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি একটা তিথি। ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না এল বারান্দায়। একটু আলো হতে আমি টের পেলাম, প্রান্তবর্তিনী হল পরমেশের স্ত্রী।

অবশ্য এটুকু টের না পেলেও চলত। কারণ অনতিবিলম্বে টলতে টলতে পরমেশ এসে বারান্দায় দাঁড়াল। তারপর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার বৌয়ের মতো, তাই কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী পরমেশ দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল। জুতো মারব।'
এবার পরমেশ হাত জোড় করে বলল, 'মেমসাহেব, আপনি দেখতেই শুধু আমার স্ত্রী মতো নন, আপনার কথাবার্তাও অবিকল আমার স্ত্রীর মতোই।

দাম্পত্য আলাপে আড়ি পাততে আমার রুচিতে বাধে, আমি তখনই বারান্দা থেকে উঠে চলে এসেছিলাম। সুতরাং এর পরে কী হয়েছিল সেটা বলতে পারব না।

* * *

অনেকদিন পরে আবার এবছর নিউ ইয়ারের রাতে ক্লাবে পরমেশের সঙ্গে দেখা হল। সে একাই এসেছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'বৌকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি, সে আসবে কি না। একাই চলে এলাম।'

একটু আধটু দুয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা, গল্পগুজব করে তারপর ঘরের এক পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পরমেশ মদ্য পান করতে লাগল।

দুয়েক গেলাসের পর সে বাইরের বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে গেলাস নিয়ে বসল এবং কিছুক্ষণ পর পর ক্লাবঘরের মধ্যে বার কাউন্টারের কাছে ফিরে আসতে লাগল তার গেলাস ভর্তি করতে।

কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, প্রত্যেকবারেই গেলাস নতুন করে ভরে নেওয়ার আগে পরমেশ তার কোটের পকেট থেকে কী একটা ছবি মতন বার করে হাতের তেলোয় ধরে ভাল করে তাকিয়ে দেখছে তারপর ছবিটা পকেটে রেখে দিচ্ছে।

বার তিনেক এ রকম দেখার পর আমি ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কী ?

আমি দেখেছি, অনেক ধর্মভীরু লোক পকেটে ঠাকুর-দেবতার অথবা গুরুদেবের ছবি রাখেন, বাড়ি থেকে বেরনোর সময় কিংবা অফিসে ঢোকার সময় কিংবা থানা-আদালত ইত্যাদি স্থানে প্রবেশের সময় পকেট থেকে ছবিটা বের করে পরমেশের

মতোই হাতের তেলোয় ধরে দেখেন, অবশেষে কপালে ছুঁইয়ে নেন।

কিন্তু যতদূর জানি পরমেশ মোটেই ধর্মপ্রাণ নয়, তাছাড়া সে ছবিটা বার করে ভাল করে দেখছে কিন্তু কপালে ঠেকাচ্ছে না। বিশেষ ভক্তির ভাব নেই। বরং কী একটা প্রয়োজন আছে মনে হচ্ছে।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে পরের বার ছবিটা পকেট থেকে বার করতেই আমি পরমেশকে ধরলাম, 'ব্যাপারটা কী ?'

পরমেশ ছবিটা দেখাল, তার বৌয়ের ফটো। তারপর বলল, 'বৌয়ের ফটোটা বারবার দেখছি, যখন মুখের ভাব একটু নরম দেখব, চোখে একটু দয়া-মায়ার ছাপ দেখতে পাব, তখনই বাড়ি ফিরব। ভুল সময়ে হঠাৎ ওই অবস্থায় গেলে মেরে তক্তা করে দেবে।' বলে সে পরবর্তী গ্লাস পানীয়র জন্যে বারের দিকে এগোল।

সমাপ্ত

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com